দৈনিক
জনকণ্ঠ

21 APR 2003

প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে মুক্তাঙ্গনে শিক্ষকদের বিক্ষোভ সমাবেশ -জনকণ্ঠ

চাকরি জাতীয়করণের দাবি

২২ মে আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা করবে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ দেশের প্রায় ২৩ হাজার প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি জাতীয়করণের দাবি জানিয়েছেন। রবিবার সকালে মুক্তাঙ্গনে আয়োজিত সমাবেশে তাঁরা বলেছেন, চাকরি জাতীয়করণের একদফা দাবি অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা না হলে আগামী ২২ মে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। দাবি আদায়ের এ আন্দোলনে রবিবার দেশের বিভিন্ন জেলা

(৭- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষক কর্মচারীদের

(৮-এর পাতার পর)

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের নেতৃত্বে আট সদস্যের এক প্রতিনিধি দল রবিবার বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির বরাবরে একটি স্মারকলিপিও দিয়েছেন। স্মারকলিপি গ্রহণ করেন বঙ্গভবনের সহকারী একান্ত সচিব মোঃ আবদুল গণি হাওলাদার।

স্মারকলিপিতে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমানে শিক্ষকদের সঙ্গে যে ধরনের আচরণ করা হচ্ছে- তা অতীতে আর কখনও করা হয়নি। এ দেশের শিক্ষক সমাজ আর কখনও এমন হয়রানি, নির্যাতন, শারীরিক ও মানসিক পীড়নের শিকার হননি। গবর্নিং বডির দলীয়করণ তৎপরতা যেভাবে চলছে- তাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সঙ্কট বহুগুণে বেড়ে যাবে। বিরাজমান পরিস্থিতিতে সৎ, যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসার আগ্রহ হারাবেন। দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে বোর্ড, আঞ্চলিক ও জেলা শিক্ষক অফিস। টাকা ছাড়া কোথাও কাজ হয় না। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরে এমপিওভুক্তি, গ্রেড পরিবর্তন, পদোন্নতি, বদলি প্রভৃতি কাজ টাকা ছাড়া হয় না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নতুন প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির পূর্বশর্ত হচ্ছে টাকা। বিভিন্ন সমস্যা ছাড়াও স্মারকলিপিতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে বলা হয়, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতির কারণে সীমিত আয়ের মানুষের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য অংশের মতো বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীদের পক্ষেও তাদের সন্তানের লেখাপড়া এবং সংসারের খরচ নির্বাহ করা এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়েছে।